যে লক্ষ্যের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে এখনও তাহাকে একস্থানের মায়া ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে ছুটিয়া যাইতে হইবে, কালের যে বিশাল চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে তাহাকে আরও বহুবার চক্রাকারে আবর্ত্তিত হইতে হইবে, কিন্তু মানুষের হৃদয় বিপরীত সুরে বাঁধা। মানুষ বলিতেছে, তোমার পরিবর্ত্তন হউক ক্ষতি নাই, তোমার সকল পরিবর্ত্তন বাঁধিয়া রাখিব আমি আমার মনের মধ্যে। পরিবর্ত্তনের স্রোতে তুমি অনেক দূর ভাসিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু আমি প্রায় একই স্থানে থাকিয়া স্কন্ধ উত্তোলন করিয়া তোমার সেই পরিবর্ত্তন দূর হইতে লক্ষ্য করিব, তারপর যখন দৃষ্টিপথের অতীতে চলিয়া যাইবে. তখন তুমি থাকিবে বটে, কিন্তু তোমার দেখিবার জন্য আমি আর থাকিব না; অর্থাৎ তোমার পরিবর্ত্তনের সামান্য একটি ভগ্নাংশ থাকিয়া অন্যান্য আরও বহু বস্তু ও প্রাণী যেমন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমিও তদ্রূপ বিলুপ্ত হইয়া যাইব।

রক্ষণশীল মানুষের ইহাই মনোভাব।

আগমনী

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার সরকার
প্রথম বর্ষ—সাহিত্য।

শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে—
সাথে লয়ে নবীনতা,
প্রাণে লয়ে সঞ্জীবতা,
প্রভাত তপন আজি ঐ হাসেরে;
শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে।

শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে
তটিনীর বুকে জল
কল্ কল্ খল্ খল্
একূলে ওকূলে জল পড়ে ছাপিরে,
শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে।

শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে
ধান ক্ষেত্ হতে চাষী
ফেরে মুখে লয়ে হাসি,
নূতন ধানের বাসে গ্রাম ভরেরে
শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে।

শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে
ফল, ফুলে ভরপুর,
বায়ু বয় ফুর্‌ফুর্,
কাশ-বনে শিহরণ আজ জাগেরে,
শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে।

শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে
নীল নভে পালতুলে,
শ্বেত নায় যায় দুলে,
আকাশে বাতাসে আজ আলো ঝরেরে ;
শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে।

শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে
ঘরে ঘরে ওঠে গান,
হৃদয়ে পুলক বান—
বরষের রূপিনী মা ঐ আসেরে
শরৎ মোদের দ্বারে আজি আসেরে।

—*—